প্রবন্ধ

যাকাতের বিধি-বিধান

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

যাকাত (زكوة) শব্দটির অভিধানিক অর্থ পাক-পবিত্র করা (التطهير) যেমন আল্লাহ্ তা 'আলার বাণী- قد افلح من زكاها اى طهرها امن لادناس "অবশ্যক সে সফল হলো যে, নিজকে পাক পবিত্র করেছে" অর্থাৎ নিজেকে নাপাক হতে পাক-সাফ করেছে। অথবা এর অভিধানিক অর্থ বড় হওয়া, বৃদ্ধি হওয়া (النمأ) যেমন বলা হয় زكا الزدع ক্ষেত্র বড় হয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কথাটি তখন বলা হয় اذانمأ الرزع وزاد "যখন ক্ষেত বড় হয় ও বৃদ্ধি পায়"।

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যাকাত হলো -

تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة

অর্থাৎ নির্দিষ্ট শর্তসহকারে নির্ধারিত মালের মালিক এর উপযোগী ব্যক্তিকে বানিয়ে দেওয়া। [الفقه المذاهب الاربعة]

যাকাতের হুকুম

যাকাত ইসলামের পাঁচ রুকুনের অন্যতম রুকুন (স্তম্ভ)। যাকাত আদায় করা ফরজে আইন। এর অস্বীকারকারী কাফের। অনাদায়কারী ফাসেক ও কতলের উপযোগী। আদায় করণে বিলম্বকারী গুনাহগার ও তার সাক্ষ্য পরিতাজ্য। [ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও বাহারে শরীয়ত]

যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে ফরজ হয়েছে।

যাকাত ফরজ হওয়ার দলীল

আল্লাহর কিতাব ক্বোরআনুল করিম, সুন্নাতে রাসূল (হাদীস) সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা যাকাত (ফরজ) আদায়'র আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত হয়। যেমন- আল্লাহর বাণী-

واتوا الزكوة وفى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

"এবং তাদের (ধনীদের) মাল সমূহের মধ্যে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট অধিকার (অংশ) রয়েছে। সুন্নাহ্ হলো অনেক। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাণী-

بنى الاسلام على خمس ايتاء الزكواة

"যাকাত প্রদান করা" এর কথা রয়েছে। আরেকটি হলো সে হাদীস যা ইমাম তিরমিজি সলিম ইবনে আমের থেকে সংকলন করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবু আসামাকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্বের ভাষণে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اتقوا الله وصلّوا خمسكم وصوموا شهركم وادوا زكواة اموالكم اطيعوا اذا امركم تدخلون جنة ربكم حديث حسن صحيح

"তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়, তোমাদের মাস (রমজান) এর রোযা রাখ, তোমাদের মালের যাকাত আদায় কর এবং তিনি (আল্লাহ্ ও রাসূল) যখন তোমাদেরকে আদেশ দেন তোমরা তা পালন কর। তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদীসটি হাসন ও সহীহ"। ইজমা হলো উম্মতে মুহাম্মদী এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছে যে, انها ركن من اركان الاسلام অর্থাৎ যাকাত ইসলামের রুকন সমূহের একটি রুকন।

যাকাত আদায়ের শর্ত

যাকাত আদায়ের শর্ত ৩টি। ১.আদায়ের সাথে নিয়ম সংযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ যাকাত আদায়ের সময় এ নিয়ত করবে যে, আমি যাকাত আদায় করছি। ২. অথবা যা আবশ্যক হয়েছে তা পৃথক করার সময় নিয়ত করা। অর্থাৎ যে পরিমাণ টাকা যাকাত হিসেবে এসেছে তা সম্মিলিত টাকা হতে পৃথক করার সময় যাকাতের নিয়ত করা। ৩. অথবা সমস্ত মাল দান করা। কেননা সমস্ত মাল দান করলে (যদিও নিয়ত বিহীন হয়) যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাত হলো উপযোগী ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। তাই মুবাহ্ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন ফকিরকে যাকাতের নিয়তে আহার করালে যাকাত আদায় হবে না। কেননা এতে মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, যদি খাদ্য দিয়ে দেয় যা ইচ্ছা করলে খাবে অথবা নিয়ে যাবে তাহলে যাকাত আদায় হবে। অনুরূপ যাকাতের নিয়তে ফকিরকে কাপড় দিল অথবা পরিধান করিয়ে দিল তাহলে যাকাত আদায় হবে।[বাহারে শরীয়ত ও দুররে মুখতার]

ফকিরকে যাকাতের নিয়তে সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য ঘর দিলে যাকাত আদায় হবে না। কেননা ফকিরকে জায়গার মালিক বানানো হয়নি বরং ভোগ করার মালিক

বানিয়েছে। মালিক বানানোর জন্য এও জরুরি যে, এমন ব্যক্তিকে দেবে যে হস্তগত করতে জানে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি এমন হবে না, যে যাকাতের মালকে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়। যেমন ছোট শিশু কিংবা পাগল। শিশু গ্রহণ করতে পারে এত টুকু আকল না হলে তার পক্ষ হতে তার পিতা (যে ফকির) আথবা তার অছি অথবা যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে সে গ্রহণ করলে যাকাত আদায় হবে।

[দুর্‌রে মুখতার, রদ্দুল মুখতার]

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তসমূহ

বাহারে শরীয়ত কিতাবের বর্ণনা মতে যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ১০ টি শর্ত রয়েছে। ১. মুসলমান হওয়া। কাফিরের উপর যাকাত ফরজ নয়। অর্থাৎ কোন কাফির মুসলমান হলে তাকে এ হুকুম দেওয়া যাবে না যে, তুমি কুফরির সময়ের যাকাত আদায় কর। মাশা-আল্লাহ! কোন মুসলমান মুরতাদ হয়ে গেলে সে যদি মুসলিম থাকা কালীন যাকাত আদায় না করে থাকে তাহলে তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। [আলমগীরী]

২. বালেগ হওয়া। সুতরাং নাবালেগের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। ৩. হানাফি মাযহাব ব্যতীত অবশিষ্ট তিন মাযহাবের মতে নাবালেগও পাগলের মালের মধ্যে যাকাত রয়েছে। তাদের অভিভাবকের উপর আবশ্যক তাদের মাল থেকে যাকাত বের করা কিন্তু হানাফিদের মতে নাবালেগ ও মজনুনের মালের মধ্যে কোন যাকাত নেই। তাদের অভিভাবককে বাধ্য করা যাবে না যে, তাদের মাল থেকে যাকাত বের করার জন্য কেননা যাকাত হলো একটি ইবাদত। নাবালেগ ও মজনুনকে যাকাতের মুকাল্লাফ (যাকাত বর্তানো) করা যায় না। তবে তাদের মাল থেকে তাদের জরিমানা ও তাদের খোরাকি ওয়াজিব হবে। কেননা তা বান্দার হক। তাদের মাল থেকে ওশর ও ছদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয়। কেননা এ দুয়ের মধ্যে খোরাকির ব্যাপার রয়েছে। ফলে এ দু'টি বান্দার হকের সাথে সংযুক্ত হবে। মাতাল (মদহুশ বা বিবেকশূন্য) ও নাবালেগের হুকুমে। সুতরাং তার মালেরও যাকাত নেই।

৪. নেছাব পরিমাণ মাল তার মালিকানায় থাকা। নেছাব থেকে কম হলে যাকাত ফরজ হবে না। [আলমগীরী]

৫. পরিপূর্ণরূপে মালের মালিক হওয়া। অর্থাৎ মাল তার হস্তগত হওয়া। সুতরাং যে মাল হারিয়ে গেছে, কিংবা সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে কিংবা কেউ ছিনতাই করেছে এবং তার কাছে ছিনতাই করার কোন সাক্ষী নেই অথবা জঙ্গলে গচ্ছিত রেখে ছিল কিন্তু এখন স্মরণ পড়ছে না কোথায় রেখেছিল অথবা অপরিচিত লোকের কাছে আমানত রেখেছিল, এখন স্মরণ নেই সে লোকটা কে? অথবা ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি ঋণ গ্রহণকে অস্বীকার করছে এবং ঋণ দাতার কাছে সাক্ষী নেই। এরপর এসব মাল যদি হস্তগত হয় তাহলে এগুলোর যাকাত দিতে হবে। তবে যতদিন মালগুলো পাওয়া যাবে না ততদিনের যাকাত ওয়াজিব নয়। [দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুখতার]

যদি কর্জ এমন ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকে, যে তা স্বীকার করছে তবে আদায়ে বিলম্ব করছে অথবা ঋণ গ্রহীতা ব্যক্তি নিংস্ব (যার কিছুই নেই) অথবা কাযির নিকট সে মুফলেস হওয়ার ফায়সালা হয়েছে অথবা ঋণ গ্রহীতা অস্বীকার করছে তবে ঋণ দাতার নিকট সাক্ষি রয়েছে সুতরাং যখন মাল পাওয়া যাবে- অতীত বছর সমূহের যাকাতও ওয়াজিব হবে। (খানিয়া) বন্ধককৃত ব্যক্তির উপর আবশ্যক নয়। বন্ধকগ্রহীতা তো মালিকই নয়। বন্ধক দাতারও পূর্ণ মালিকানাধীন নয়। কেননা বর্তমানে তার হাতে নেই। বন্ধক ছোঁড়ানোর পরও বন্ধকদাতার উপর বন্ধককৃত দিনগুলোর যাকাত দিতে হবে না। [বাহারে শরীয়ত]

যে মাল ব্যবসার জন্য ক্রয় করেছে কিন্তু বছর যাবৎ তা হস্তগত করেনি তাহলে হস্তগত করার পূর্বের সময়ের যাকাত ক্রেতার উপর ওয়াজিব নয়। শুধু হস্তগত করার পর সে বছরের যাকাত ক্রেতার উপর আবশ্যক।

৬. নেছাব পরিমাণ মাল ঋণমুক্ত হওয়া। একজন ব্যক্তি নেছাব পরিমাণ মালের মালিক কিন্তু তার কাছে মানুষের ঋণ রয়েছে, সে ওই ঋণ শোধ করলে নেছাব অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে যাকাত ওয়াজিব নয়। সে ঋণ কোন বান্দার হোক যেমন কারও পাওনা অথবা আল্লাহ তা'আলার হোক যেমন যাকাত কিংবা খারাজ। যেমন কোন ব্যক্তি একটি নেছাবের মালিক কিন্তু দু'বছর অতিবাহিত হয়েছে যাকাত দেয়নি। তাহলে শুধু প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব দ্বিতীয় বছরের যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা প্রথম বছরের যাকাত তার ঋণ যা বের করলে নেছাব বাকি থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয় বছরের যাকাত ওয়াজিব নয়। এভাবে যদি তিন বছর অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তৃতীয় বছরের এক দিন বাকি ছিল এমতাবস্থায় আরো পাঁচ দেরহাম অর্থাৎ নেসাব চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্জন হয়েছে তখনই শুধুমাত্র প্রথম বছরের যাকাত ওয়াজিব। কেননা দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের যাকাত বের করলে নেসাব বাকি থাকে না। কেউ নিজে ঋণগ্রস্ত নয় কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জিম্মাদার ও কফিল। জিম্মাদারী কেফালতের মাল-

টাকা বের করার পর নেসাব বাকি থাকে না তাহলে জিম্মাদার ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।

৭.নেসাব হাজতে আসলিয়া হতে অতিরিক্ত হওয়া। হাজতে আসলিয়া হলো এমন জিনিসপত্র, জায়গা-জমি যা জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। যেমন বসবাসের ঘর, গরম ও শীতকালে পরিধানের বস্ত্র, পানাহারের জন্য বাসন-কোসন, ও হাড়ি-পাতিল, আরোহণের জন্য পশু, খেদমতের দাস-দাসী, যুদ্ধের অস্ত্র, পেশাদারদের পেশার যন্ত্র-পাতি, উৎপাদকদের উৎপাদনের উপকরণ, আহলে ইলমের জন্য প্রয়োজনীয় কিতাবাদি এবং খাওয়ার শস্য-ধান, গম, যব ইত্যাদি। [হেদায়া, আলমগীরী]

উপরিউক্ত জিনিসগুলো হাজতে আসলিয়া সেগুলোতে যাকাত নেই। এগুলো ছাড়া স্বর্ণ সাড়ে সাত ভরি, অথবা রূপা সাড়ে বায়ান্ন ভরি অথবা ব্যবসার মাল যদি স্বর্ণ অথবা রূপার মূল্যের সমান হয় অথবা নগদ টাকা যদি স্বর্ণ কিংবা রূপার মূল্যের সমান হয় তাহলে নেসাব হবে। এ নেসাবের মালিক স্বর্ণ কিংবা রূপা এবং ব্যবসার মালকে টাকায় রূপান্তরিত করে প্রতি শতে ২.৫০ টাকা এবং প্রতি হাজারে ২৫ টাকা উল্লেখ্য যে শরীয়তের পক্ষ হতে নির্দেশিকা হলো এ যে, স্বর্ণ কিংবা রূপা দু'টির প্রত্যেকটি হলো নেসাব নির্ধারনের মাধ্যম। এ দু'টি হতে যেটির নেসাব ধরলে তাড়াতাড়ি যাকাত ওয়াজিব হয়ে যায় সেটির নেসাব ধরার জন্য বলা হয়েছে।

৮. যাকাতের নেসাবের মাল বর্ধনশীল হওয়া। প্রকৃতগতভাবে বর্ধনশীল হোক কিংবা হুকুমগতভাবে বর্ধনশীল হোক। যেমন স্বর্ণ ও রূপা এবং ব্যবসার মাল ও সায়েমা পশু অর্থাৎ যে পশু নিজে বিচরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে বড় হয়। ব্যবসার নিয়তে যে মাল খরিদ করে এর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হয়। ব্যবসার মালে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো ক্রয়ের সময় ব্যবসার নিয়ত করা। ক্রয়ের পর নিয়ত করলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৯. নেসাব পরিমাণ মালের উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। বছর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চান্দ্র বছর। অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১২ মাস। বছরের শুরু এবং শেষে নেসাব পূর্ণ ছিল কিন্তু মাঝখানে ঘাটতি হয়েছে তবে এ ঘাটতি যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব রাখবে না। অর্থাৎ মাঝখানে ঘাটতি হলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। [আলমগীরী]

ব্যবসায়ের একই জাতীয় জিনিস অথবা ভিন্ন জাতীয় জিনিস দ্বারা পরিবর্তন করে সে কারণে বছর অতিবাহিত হওয়ার মধ্যে কোন ঘাটতি আসবে না। তবে সায়েমা পশু পরিবর্তন করলে বছর কেটে যাবে- এখন বছর সে দিন হতে শুরু হবে যেদিন পরিবর্তন করেছে।

১০. আযাদ (স্বাধীন) হওয়া। দাস-দাসীর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এ দাস-দাসীর প্রথা এখন নেই। সুতরাং এ শর্ত এখন প্রযোজ্য নয়। অনেকে বর্তমানে ঘরের/বাসার কাজের ছেলে-মেয়েকে দাস-দাসী মনে করে এটা সঠিক নয়।